



166604 - নও মুসলমি নারী তার বয়িরে অভভিবক সম্পর্কে জানতে চান

প্রশ্ন

আমি দুইজন খ্রিস্টান পতিমাতার ময়ে। আমি খ্রিস্টান হিসেবে জন্মগ্রহণ করছি। কিন্তু, আলহামদু ললিলাহ; কিছুদিন পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছি। আমার মা খ্রিস্টান হিসেবে মৃত্যুবরণ করছেন। আমার পতি আমার সাথে কঠিন দুর্ব্যবহার করেন এবং তিনি আন-অফসিয়ালভাবে আমাকে ত্যাগ করছেন; যহেতে আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছি। এখন আমি এক ইউনভার্সিটিতে পড়ি। খ্রিস্টান ছাত্রীদের সাথে থাকি। এখনও হযিব পরিনা; আমার কঠিন পরিস্থিতির কারণে। এটা কি হারাম? অনুরূপভাবে আমি জানতে চাই যে, যদি কোন মুসলমি যুবক আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুননত মতোভাবে বয়িরে করতে চায়; আমার জন্ম কোন মুসলমি ফ্যামলিরি শরণাপন্ন হওয়া জায়যে হবে কি; যাতে করে তারা আমার বয়িরে দায়িত্ব ও জীবনের দায়িত্ব নতি পারনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইসলামের হদায়তে দয়োর, ঈমানের জন্ম আপনার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দয়োর আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। আমরা তাঁর কাছে দয়োর করছি তিনি যনে আপনাকে অবচিল রাখনে, আপনাকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় তাওফিকি দনে।

হযিব প্রত্যকে মুসলমি নারীর ওপর ফরয। তাই আপনার সাধ্যানুযায়ী হযিব পরধিনেরে চেষ্টা করুন; যদি সটো ইউনভার্সিটিরি বাইরেও হয় তবুও।

ববাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্ম নারীর অভভিবক কর্তৃক বয়িরে আকদ (চুক্তি) সম্পন্ন করতে হয়। অভভিবক হচ্চে— নারীর বাবা, এরপর দাদা, এরপর ভাই...এভাবে তার আসাবা (ওয়ারশিযোগ্য) শ্রণীয় পুরুষগণ। তবে শর্ত হলো অভভিবককে মুসলমি হতে হবে। যদি কোন নারীর মুসলমি অভভিবক না থাকে তাহলে মুসলমি বচিরক তাকে বয়িরে দবিনে। যদি কোন মুসলমি বচিরক না থাকে তাহলে ইসলামিকি সনেটারেরে ইমাম বা এমন কোন ব্যক্তি তাকে বয়িরে দবিনে মুসলমি সমাজে যার কর্তৃত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। যদি এমন কোন ব্যক্তিও না থাকনে তাহলে যে কোন মুসলমি পুরুষ লোক তাকে বয়িরে দবিনে।

আরও জানতে দেখুন: [48992](#) নং প্রশ্নোত্তর।



সারকথা:

আপনার বয়রে ক্ষত্রে যিনি আপনার অভিবাবকরে দায়ত্ব পালন করবনে তিনি হচ্ছনে ইসলামিকি সনেটারে পরচালক কথিবা মুসলমি সমাজে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি। যদি এমন কাউকে পাওয়া সহজ না হয় তাহলে আপনি য়ে পরবিাররে কথা বলছনে সে পরবিাররে কথিবা অন্য কোন পরবিাররে ন্যায়বান মুসলমি পুরুষ।

আর আপনি হিযিব পরার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন। যদি আপনি অক্ষম হন তাহলে আল্লাহ তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে আপনাকে ক্ষমা করে দবিনে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়ত্বারোপ করনে না। কনিতু য়ে পরবিশে আপনার দ্বীনকে প্রকাশ্যে পালনে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি করছে সেই পরবিশে পরবিত্তন করার চেষ্টা করুন।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে আপনাকে নকে স্বামী দান করনে এবং নকে বংশধর দান করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।